খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা।

ফোনঃ ০৪১-৭২০০০৩/৮১৩৯৭৫, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০৪১-৭২০৪০৪,
Website: www.khulnashipyard.com, E-mail : oiccoml.ksy@gmail.com

.... টেন্ডার নং বাবি-২২/১০০৬/২২-২৩

.... তারিখঃ ২৪-০৭-২০২২

খোলার তারিখঃ ৩১-০৭-২০২২

.... বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এম এম খায়রুল আলম
বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমান	মূল্য হার (একক প্রতি)
১।	এম এস এ্যাংগেল সাইজঃ ৬৫ X ৬৫ X ৬ মিমি (প্রতি পিসঃ ৬ মিটার) সরবরাহের সময়ঃ ১০ দিন	৩০০০ কেজি	প্রতি কেজি টাঃ সাইজ ঃ ব্রান্ড ঃ সরবরাহের সময়ঃ
(বিনির্দেশ অনুযায়ী সকল তথ্য প্রদান করতে হবে, অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।)			

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামাল গুলির ব্রান্ড/প্রস্তুতকারী দেশের নাম উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গন্য হতে পারে।

২। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষনিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

<u>টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর</u>

বাণিজ্যিক শাখা হিসাবরক্ষন বিভাগ ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর
ভ্যাট নিবন্ধন নং-
এরিয়া কোড নং-
টি আই এন নং-

১। দরপত্র ফ্রি ডেলিভারী এ্যাট সাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। টেন্ডারে অংশগ্রহনকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের দপ্তর থেকে মূসক সেবার কোড এর ০৩৭.০০ আওতাধীন "যোগানদার" হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মূসক/টার্নওবার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক মূসক আদায়/রহিত করা হবে।

৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (স্বহস্তে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সিলমোহরকৃত খামে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা সম্বোধন পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া দরপত্র ই-মেইলে oiccoml.ksy@gmail.com ঠিকানায় ১১.১৫ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।

৪। মূল্য যাচাইপত্র নং বাবি .... তারিখ .... জমা নেবার শেষ তারিখ .... বেলা ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত।

৫। মূল্য তালিকা ডাকে অথবা স্বহস্তে শিপইয়ার্ড প্রধান ফটকে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয় আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সপ্তাহে অথবা অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এলডি এবং সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারনে উৎপাদন ব্যহত হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সপ্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনাধিক ১% হারে এলডি সরবারহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।

৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।

৮। আমাদের নিদির্ষ্ট মূল্য যাচাই পত্রের টেন্ডার ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাংকিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহনযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র গ্রহনযোগ্য নয়।

৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।

১০। কোন গ্রহনযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক দ্রব্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীর নিকট ৩% হারে জামানত আহবান করা যাবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থি এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভুত যে কোন কার্যের জন্য অথ্যাৎ নিদিষ্ট সময়ে সরবরাহে অপারগ, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃত কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিজস্ব কারনে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন দ্রব্যগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পুরন করা হবে।

১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই দফা আংশিক সরবরাহ গ্রহনযোগ্য নহে।

সালিসীর মধ্যস্থতা

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ডাকা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মধ্যস্থতায় নিস্পত্তির চেষ্ট করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্য একজন বিচারক (আম্পায়ার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৪০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগ ভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উপরোল্লিখিত যে কোন ঘরের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত তাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্বৃত বাতিল হতে পারে। মূল্য উদ্বৃতির সকল মূল্যহার পরিস্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা অথবা পূনঃলিখনের মাধ্যমে ভুল বুঝার অবকাশ থাকলে উদ্বৃতির উক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গন্য হবে।